FE The Financial Express

Friday! April 14, 2017,

France takes cyber threat seriously in their foreign policy : Envoy

It needs to be addressed together, she says

France Ambassador in Bangladesh Sophie Aubert said on Thursday the cyber threat is taken into consideration 'very seriously' in their foreign policy as the world is going all interconnected, reports UNB.

"Cyber security is such a big issue because our world is going all interconnected," she said mentioning that the global population is now 7.7 billion and half of them use internet.

The Ambassador was delivering a lecture on 'France: Its Challenges and Foreign Policy' at Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in the city.

In their analysis, Sophie Aubert said, they consider that their new dematerialised world has become a threat for the security of their institutions and people at all levels. "One characteristic of this dematerialised world is that it has no border."

"Nevertheless, we'll have no choice but to find out a way to cooperate on this issue as we need to address it together because we are all under this threat, as it is even not a trans-border issue, but a no-border issue," she said.

In France, like in other countries, it took some time to understand this evolution, to develop awareness, and set up responses to face this new threat, said the envoy.

But the problem is that, Sophie said, awareness remains low and responses to protect their privacy, finance, knowledge and assets are not enough.

"In fact, we must now deal with a new generation of transnational criminals. Security breaches or vulnerabilities are all exploited by these cyber criminals. And as we are all part of the system, I mean individuals and collective entities, be they public institutions or private companies, we are all exposed to the threat," said the Ambassador.

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক
জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

□□ এপ্রি □□□□

‘গণহত্যার বিশ্ব স্বীকৃতি আদায়ে যথাযথ নথি পেশ জরুরী’

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে জাতিসংঘে যথাযথভাবে নথি উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ছে। আগামীতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা আরও বাড়বে।
(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি এ্যাবার্ট এ কথা বলেন। এছাড়া বর্তমান সময়ে ফ্রান্স নিজ দেশে জিহাদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের (বিস) উদ্যোগে দেশভিত্তিক বক্তৃতা সিরিজের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে 'ফ্রান্সের চ্যালেঞ্জ ও পররাষ্ট্র নীতি' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি এ্যাবার্ট। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান। সোফি এ্যাবার্ট তাঁর বক্তৃতায় ফ্রান্সের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও পররাষ্ট্র নীতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স বর্তমানে তিনটি সমস্যা চ্যালেঞ্জ হিসেবে মোকাবেলা করছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জ, দ্বিতীয়টি জিহাদী চ্যালেঞ্জ ও তৃতীয়টি সাইবার নিরাপত্তা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কাজ করছি।

তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২৮টি দেশ রয়েছে। তবে এসব দেশের সকলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ একই ধরনের নয়। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য ব্রেক্সিটের মাধ্যমে বেরিয়ে যেতে চলেছে। অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সকেও ইউরোপীয় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জিহাদীদের কার্যক্রম তুলে ধলে সোফি এ্যাবার্ট বলেন, মুসলিম জিহাদীরা এখন বিশ্বের সামনে একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি ফ্রান্সকেও বিশেষভাবে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন, ফ্রান্সে ইতোমধ্যেই জিহাদীরা কয়েক দফায় হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জিহাদী জঙ্গী হামলা মোকাবেলা করা আমাদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। ফরাসী রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে সকলেরই সমানভাবে ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে। তবে সেখানে জিহাদী জঙ্গী তৎপরতা কোনভাবেই আমরা চলতে দিতে পারি না। তিনি বলেন, ফ্রান্সে জিহাদীদের তৎপরতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখছে সরকার। ইতোমধ্যেই একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণেও তৎপর রয়েছে বলেও তিনি জানান।

সোফি এ্যাবার্ট বলেন, বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সও সাইবার আক্রমণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। অনেক দেশই সাইবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ফ্রান্সও এই সাইবার হুমকি থেকে মুক্ত নয়। সে কারণে এই হামলা মোকাবেলায় আমরা প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে ফ্রান্সের লাফার্জ কোম্পানির বড় ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। এখানে ফ্রান্সের সানোফি ওষুধ কোম্পানিও বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, তেল শোধনাগার, পানি শোধনাগারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীতে এই সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ফ্রান্স বাংলাদেশকে সমর্থন জানাবে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে সোফি এ্যাবার্ট বলেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশকে যথাযথ নথি জাতিসংঘে উপস্থাপন করতে হবে। আর এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে এ্যাবার্ট বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়েছে। তবে সেসব দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ফ্রান্স তাদের প্রতি কোন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ফ্রান্স বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তখন থেকেই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সে বাংলাদেশের প্রায় ১২ হাজার অভিবাসী রয়েছে। তারা ফ্রান্সের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। দুই দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বাড়ছে। আমরা আশা করি দুই দেশের মধ্যে আগামীতে আরও গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

সমকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ www.samakal.net
□□ এপ্রি □□□□

গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

গবেষণা তথ্য সংগ্রহে গুরুত্ব দিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

■ সমকাল প্রতিবেদক

১৯৭১ সালে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নথি-উপাত্ত ও গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসব তথ্য-প্রমাণ সঠিক পদ্ধতিতে জাতিসংঘের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অউবার্ট গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশকে এ পরামর্শ দেন। তিনি গতকাল ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) ইনস্টিটিউটে তার দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর বক্তৃতা করেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সংঘটিত গণহত্যার স্মরণে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ২৫ মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস ঘোষণা করে। একই সঙ্গে এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা শুরু করেছে সরকার। বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ফ্রান্স সরকার সহযোগিতা করবে কি-না এমন প্রশ্নে সোফি অউবার্ট বলেন, এ ধরনের স্বীকৃতির জন্য তথ্য-উপাত্ত খুব প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত উপাত্ত ও গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারপর স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘের প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে চলমান ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, এ দেশের সিমেন্ট, রিফাইনারি, ওষুধ, পানি পরিশোধনাগারসহ বিভিন্ন খাতে তার দেশের বিনিয়োগ রয়েছে। সামনে তাদের আরও অনেক বড় বড় কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে।

বিআইআইএসএস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মানবজমিন

□□ এপ্রি □□□□

‘গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ে নথি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে’

কূটনৈতিক রিপোর্টার: ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অ্যাবোর্ট মনে করেন '৭১-এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বাংলাদেশকে জাতিসংঘে যথাযথ ভাবে নথি উপস্থাপন করতে হবে। গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশের পাশে থাকারও আভাস দেন প্রভাবশালী দেশের জ্যেষ্ঠ এই কূটনীতিক। গতকাল রাজধানীর ইস্কাটনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ নিয়ে কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস)-এর কান্ট্রি লেকচার বা দেশভিত্তিক বক্তৃতার ধারাবাহিক আয়োজনে গতকাল ছিল ফ্রান্স বিষয়ক বক্তৃতা। বিস মিলনায়তনে 'ফ্রান্সের চ্যালেঞ্জ ও পররাষ্ট্রনীতি' শীর্ষক ওই বক্তৃতার মুখ্য আলোচক ছিলেন ঢাকাস্থ ফ্রান্স রাষ্ট্রদূত সোফি অ্যাবোর্ট। বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আবদুর রহমান এনডিসির সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক, গবেষক, স্কলার ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। রাষ্ট্রদূত তার দীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যকার বিদ্যমান কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও সম্পর্কের বিস্তারিত তুলে ধরেন। বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক বিশেষত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বাংলাদেশে ফ্রান্সের বিনিয়োগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আগামীতে এটি আরো বাড়বে বলেও আশা করেন তিনি। নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আলোচনায় রাষ্ট্রদূত সোফি অ্যাবোর্ট ফ্রান্সের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও পররাষ্ট্রনীতির বিষয়গুলো তুলে ধরেন। বলেন, ফ্রান্স বর্তমানে তিনটি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। প্রথমত: ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জ, দ্বিতীয়ত: জিহাদি চ্যালেঞ্জ ও তৃতীয়ত: সাইবার সিকিউরিটি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তার দেশ প্রতিনিয়ত সক্রিয় রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২৮টি দেশ রয়েছে (বৃটেনসহ)। তবে এসব দেশের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্ন। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেন বেরিয়ে (ব্রেক্সিট) যাচ্ছে। ব্রেক্সিট প্রশ্নে বৃটেনে গণভোট হয়েছে এবং দেশটির জনগণ এর পক্ষে রায় দিয়েছে। অন্য দেশের মতো ফ্রান্সকেও ইউরোপীয় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে জিহাদিদের কার্যক্রম তুলে ধরে সোফি অ্যাবোর্ট বলেন, বিশ্বে 'মুসলিম জিহাদিরা' এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি কমবেশি সব দেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ফ্রান্সকে বিশেষভাবে তা মোকাবিলায় মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত অভ্যাগত সুধীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা দেখেছেন ফ্রান্স ইতিমধ্যে কয়েক দফা জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছে। এসব হামলায় নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জিহাদি-জঙ্গি হামলা মোকাবিলা করা আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে সকলেরই সমানভাবে ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। তবে সেখানে জঙ্গি তৎপরতা কোনোভাবেই চলতে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, ফ্রান্সে জিহাদিদের তৎপরতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখছে তার সরকার। ইতিমধ্যেই একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর রয়েছে বলেও জানান তিনি। সোফি অ্যাবোর্ট বলেন, বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সও সাইবার আক্রমণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বিভিন্ন দেশই সাইবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ফ্রান্সও এই সাইবার হুমকি থেকে মুক্ত নয়। সে কারণে এই হামলা মোকাবিলায় তার দেশ প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি। অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত পর্বে (প্রশ্ন-উত্তরপর্বে) এক প্রশ্নের জবাবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে ফ্রান্সের লাফার্জ কোম্পানির বড় ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। এখানে ফ্রান্সের সানোফি ওষুধ কোম্পানিও বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, তেল শোধনাগার, পানি শোধনাগারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীতে এই সহযোগিতা আরো বাড়বে বলে জানান তিনি। ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ফ্রান্স বাংলাদেশকে সমর্থন জানাবে কি-না? এমন প্রশ্নের জবাবে সোফি অ্যাবোর্ট স্পষ্ট করে কিছু না বললেও এ ইস্যুতে বাংলাদেশ যথাযথ প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘে নথি উপস্থাপন করলে তাতে ফ্রান্সের সমর্থন থাকবে বলে আভাস দেন। বলেন, সবার আগে ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশকে যথাযথ নথি জাতিসংঘে উপস্থাপন করতে হবে। আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সোফি অ্যাবোর্ট বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়েছে। তবে সেসব দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ফ্রান্স তাদের প্রতি কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে না। বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আবদুর রহমান এনডিসি তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ফ্রান্স বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তখনই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ভীত রচিত হয়। বর্তমানে ফ্রান্সে বাংলাদেশের প্রায় ১২ হাজার অভিবাসী রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। দুই দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ছে। বাংলাদেশের ওই কর্মকর্তা আশা করেন আগামী দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরো বিস্তৃত এবং গভীর হবে।